দৈনিক সংবাদ

8/9/2000

শিক্ষক-কর্মচারী পরিষদের আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ তাদের ৬ দফা আদায়ের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাঅবস্থান ধর্মঘট স্থগিত করে আমরণ অনশন শুরু করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ঐক্য পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর শরিফুল ইসলাম এই অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। শিক্ষক -কর্মচারী ঐক্য পরিষদ তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, চাকরিতে বৈষম্য দূর এবং সরকারের সাথে গত আগস্ট মাসে সইকৃত ৯ দফা চুক্তি বাতিলের দাবিতে গত সোমবার থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মহাঅবস্থান ধর্মঘট শুরু করে। মহাঅবস্থান ধর্মঘটে শিক্ষক-কর্মচারী নেতৃবৃন্দ তাদের দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে জোর দাবি জানান। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল চারটা পর্যন্ত পরিষদের কর্মসূচি বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ সময় তাদের দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ কাজী আবদুর রাজ্জাক, প্রফেসর শরিফুল ইসলাম, সেলিম ভূঁইয়া, মাজহারুল আনোয়ারসহ দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত শিক্ষক-কর্মচারী নেতৃবৃন্দ।

সেলিম ভূঁইয়া তার বক্তৃতায় কাজী ফারুককে শিক্ষকদের শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, কাজী ফারুক আমাদের সাথে প্রতারণা করেছেন। যেখানেই কাজী ফারুক যাবেন সেখানেই তাকে প্রতিহত করার জন্য অনশন ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

অনশন ঃ শিক্ষক-কর্মচারী

(১ম পৃষ্ঠার পর) শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

বিকেল চারটায় প্রফেসর শরিফুল ইসলাম অনশন কর্মসূচি ঘোষণা করে বলেন, আমরা মিছিল নিয়ে প্রেসক্লাবে যাব এবং সেখানেই আমরণ অনশন পালন করব। এরপর পরই নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষক-কর্মচারীরা মিছিল সহকারে প্রেসক্লাবের দিকে রওনা হন। মিছিলটি শিক্ষা ভবনের কাছে গেলে পুলিশ সেখানে বাধা দেয়। প্রেসক্লাবের সামনে আমরণ অনশন পালন করা যাবে না বলে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়। শিক্ষক-কর্মচারীদের নেতৃবৃন্দ তখন মুক্তাঙ্গনে অনশনের ঘোষণা দেন। সেখানেও সিটি করপোরেশনের অনুমতি নেই বলে পুলিশ জানিয়ে দেয়। এ সময় শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।

পরে অনশনের স্থান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে স্থির করা হয়। পুলিশ তখন তাদের বেষ্টনী সরিয়ে নেয় এবং মিছিলটি জাতীয় প্রেসক্লাব হয়ে পুনরায় শহীদ মিনারে ফিরে যায়। সন্ধ্যা সাতটার দিকে আমরণ অনশন শুরু হয়। প্রায় ৪শ শিক্ষক-কর্মচারী এই অনশন কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন।

বিএনপির সংহতি প্রকাশ

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের দাবির সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তাদের দল ক্ষমতায় গেলে শিক্ষক-কর্মচারীদের ৬ দফা দাবি বাস্তবায়ন করবে। গত সোমবার রাতে বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা করে একথা জানান।